দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 23 DEC 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

027

শিক্ষা ও পাঠক্রম

ব্রিটিশ আমল হইতে বাংলাদেশী আমল। তিন পতাকার তলে তিন যুগেরও অধিককাল ধরে শিক্ষকতা ব্রতে নিয়োজিত থাকিয়া অনেক দেখিতে হইয়াছে। স্যাডলার কমিশন হইতে মফিজ কমিশন, পদ্মা-মেঘনায় অনেক পানি গড়াইয়াছে। মনে হয়, যখনই সরকারের পরিবর্তন ঘটে, তখনই নূতন কমিটি বা কমিশন গঠিত হয়। প্রত্যেকেই পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের পরিবর্তে নূতন সুপারিশ করার প্রয়াস পান। এসব নূতন নূতন প্রয়াসে অভিনবত্ব যতই থাক, শিক্ষার অগ্রগতিকে নিঃসন্দেহে ব্যাহত করে। আয়ুব আমলের শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ মনে হয় ভালই ছিল। ষ্টেটসম্যানের মত প্রখ্যাত প্রখ্যাত পত্রিকাও তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছে। বাংলাদেশী আমলে আসিল কুদরতে খুদা কমিশন। আবারও নূতন কমিশন। দেশ ও কালের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। তবে শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠক্রমের ঘন ঘন পরিবর্তন শিক্ষার অগ্রগতির একান্ত পরিপন্থি, অনেকক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকরও বটে।

সবাই জানেন, ধর্মশিক্ষা এতকাল অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আবশ্যিক ছিল। শুধু নবম-দশম শ্রেণীতে ছিল নৈর্বাচনিক। তাও অধিকাংশ স্কুলে আবশ্যিক হিসাবে পড়ানো হইত। যাহাই হউক, এবারে নবম-দশমেও আবশ্যিক করা হইল। সিদ্ধান্তটি অভিনন্দনযোগ্য। এইসঙ্গে আমার একটি বিনীত দাবী: অবিজ্ঞান গ্রুপের জন্য অবিলম্বে বিজ্ঞানের সাধারণ পাঠ আবশ্যিক ঘোষণা করা হউক। দেশ ও জাতির স্বার্থে এই দাবী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচিত হইবে, ইহাই একান্ত প্রত্যাশা।

—খান মুহম্মদ সালেক, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ধানমণ্ডি, ঢাকা।